যুগান্তর

তারিখ 15 MAR 2012

প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষার মান খতিয়ে দেখা হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশ মেডিকেল ''অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলকে (বিএমডিসি) নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিএমডিসির কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ পর্যায়সহ স্বাস্থ্য সেক্টরের অভিজ্ঞ ছয় কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের 'পরিদর্শন কমিটি' গঠিত হয়েছে। পরিদর্শন কমিটি খুব শিগগিরই বিএমডিসির অধিভুক্ত ৩০টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ সরেজমিন পরিদর্শন শুরু করবে। সম্প্রতি বিএমডিসির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কমিটির সদস্যরা হলেন আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমপিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর দীন মোঃ নুরুল হক এবং বিএমডিসির কোষাধ্যক্ষ ডা. জাহেদুল হক বসুনিয়া। বিএমডিসির সভাপতি প্রফেসর ডা. আবু শফি আহমেদ আমিন এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, ৩০টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ বিএমডিসি থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে শর্তসাপেক্ষে কলেজ পরিচালনার অনুমতি নিয়েছে। তিনি জানান, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কমিটির সদস্যরা সরেজমিন তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করবে। কোন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে বড় ধরনের কোন অনিয়ম ধরা পড়লে ২-৩ মাসের মধ্যে 'মিডটার্ম' প্রতিবেদন দাখিল করবে। কমিটির সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন সঠিক নিয়মনীতি মেনে করা হয়েছে কিনা, আসন সংখ্যা অনুপাতে হাসপাতাল, রোগী ও শয্যাসংখ্যা রয়েছে কিনা, কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরিসহ প্রয়োজনীয় সব কিছু রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন। তিনি জানান, বর্তমানে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে ৫৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এতে আসন সংখ্যা ৪ হাজার ২৪৫। মাত্র বছরতিনেক আগে এ সংখ্যা ছিল ৩২ ও আসন সংখ্যা ২ হাজার ৪শ'। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ২১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও প্রায় দ্বিগুণ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেগুলোর অবকাঠামো (কলেজ, হাসপাতাল) ঠিক আছে কিনা, শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণ ও হাতে-কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন সংগ্রহ করার লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শক টিম গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, সম্প্রতি যুগান্তরসহ একাধিক জাতীয় দৈনিকে গণহারে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের অনুমোদন প্রদান ও এগুলোর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রতিবেদন প্রকাশ করলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক উদ্যোগী হয়ে বিএমডিসিকে এক চিঠি দিয়ে এগুলোর গুণগত মান সরেজমিন দেখে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শতাধিক মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স পরিচালিত হলেও এত বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর কোন 'আইন' নেই।

চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তা শুধু নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠু মনিটরিং, সুপারভিশন তথা নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমেই দুরূহ কাজ হয়ে পড়েছে। নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নে আইন ও ধারা-উপধারা অত্যাবশ্যকীয় হলেও এগুলোর ক্ষেত্রে তা নেই।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন নীতিমালা অনুসারে যে কোন মেডিকেল কলেজ একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার দুই বছর আগে থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল চালু রাখতে হবে। ৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য কমপক্ষে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভাড়া বাড়িতে পরিচালনা করা যাবে না। মেডিকেল কলেজ ভবন মেট্রোপলিটন এলাকায় ২ একর জমির ওপর এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ৪ একর জমিতে করতে হবে।

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকতে হবে। হাসপাতালে ১০ ভাগ বেড দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। কলেজের নামে তফসিলি ব্যাংকে ১ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। এর বিপরীতে ঋণ নেয়া যাবে না।

ছয় সদস্যের পরিদর্শন কমিটি গঠিত